



218146 - যবে নারী দরৌতে বয়ি হওয়ার ভয় করছে এবং যখনই তার কোন বান্ধবীর বয়ি হয় তখনই সে বসিণ্ণ হয়ে পড়ে

প্রশ্ন

আমি সবসময় দেখি যে, আমার বান্ধবীদের বয়ি হয়ে যাচ্ছে। কারো কারো এনগেজমেন্ট হচ্ছে। এতে আমি বসিণ্ণ হই এবং অনুভব করি যে, আমার বয়ি হতে দরৌ হব। যহেতু আমাকে কড়ে দেখে না। আমি থাকি ঘররে ভতেরে। তাই আমার মনে হয় যে, কখনও আমার বয়ি হব না। কভাবে আমার জন্য ছলে আসবে; আমি তো ঘররে ভতেরে। ঘর থেকে বরে হই না। আমাকে কড়ে দেখে না এবং আমি চাকুরীও করি না। আমি যদি ছলেদের সাথে সম্পর্ক না রাখি তাহলে ভবসিযতে যে ছলে আমাকে বয়ি করবে সে কোথা থেকে আসবে? এ বসিযে আপনারা আমাকে কী উপদশে দবিনে? এ কস্বতেরে ককি সঠকি পদকস্বপে অনুসরণ করা উচতি? সর্বদা আমার চন্তি হচ্ছে: বয়িরে আগে ছলেটেকি ভালভাবে জানা উচতি এবং তাকে জানার জন্য কছিদনি তার সাথে কথাবার্তা বলা উচতি; যাতে করে পরবর্তীতে সে খারাপ বা এ ধরণরে কছি না পড়ে। এ দৃষ্টিভিঙকি সঠকি? নাকি সরাসরি বয়ি করতে হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

যদি একজন মুসলমি এ আয়াতে কারীমটি একটু ভবে দেখে: "দুনয়ার জীবনে আমিহি তো তাদের মধ্যতে তাদের জীবকি বণ্টন করি এবং মর্যাদায় তাদের কাউকে কাউকে অন্যদরে ওপর উঠাই।"[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩২] তাহলে জানতে পারবে যে, মানুষ ধনী হওয়া ও গরীব হওয়া, শক্তশিলী হওয়া ও দুর্বল হওয়া, সুস্থ হওয়া ও অসুস্থ হওয়া, ববাহতি হওয়া ও অববাহতি থাকা, সন্তানধারী হওয়া ও নঃসন্তান হওয়া... এ বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে; মানুষরে পক্ষ থেকে নয়— তখন তার অন্তর প্রশান্ত হব। কাউকে আল্লাহ বসিষে কোন নয়ামত দলি সে ব্যক্তরি প্রতি তার অন্তরে হংসা হব না। তার মনে দুশ্চন্তি ও বসিণ্ণতা আসবে না; এই ভবে যে, অমুকে এ নয়ামত পলে সে পলে না কনে। কারণ সে জানে যে, সবকছি আল্লাহর নরিদশে ও তাঁর ইচ্ছায় ঘটবে। আল্লাহ যা চান তা ঘটবে; তনি যা চান না তা ঘটবে না।

একজন মুসলমি যখন এ বসিযটি জানবে তখন ভবসিযং নয়ি তার দুশ্চন্তি আসবে না। বরং সে জানবে যে, তার দয়তিব হচ্ছে— আল্লাহর নরিদশে ওপর অবচিল থাকা এবং তার গোটো জীবন আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর আনুগত্যরে সাথে যাপন



করা। এরপর আল্লাহ্ যা খুশি তাকে রযিকি (জীবিকা) দান করবেন। অচরিই আল্লাহ্ তার জন্য যবে জীবিকা বণ্টন করছেন সটোর ওপর তাকে সন্তুষ্টি ও পরতিষ্টি দান করবেন।

মানুষেরে রযিকি নরিধারতি। আল্লাহ্ তার জন্য যবে রযিকি নরিধারণ করে রেখেছেন সটো কোনে বৃদ্ধি বা ঘাটতি ছাড়া আসবই আসবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন আত্মা তার চূড়ান্ত রযিকি ও আয়ু ভোগে করা ছাড়া কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং রযিকি সন্ধানকে সুন্দর করুন।"[আলবানী 'সলিসলিাতুল আহাদসিসি সাহিহি' গ্রন্থে (৬/৮৬৫) হাদিসটিকে সহহি বলেছেন] অর্থাৎ মানুষেরে রযিকি আসবই আসবে। মানুষেরে কর্তব্য হচ্ছ—আল্লাহ্কে ভয় করা এবং তাঁর নরিদশেরে গণ্ডতিে অবচিল থাকা। আর সুন্দরভাবে রযিকি সন্ধান করা। অর্থাৎ সীমানার ভতেরে থেকে রযিকি সন্ধান করা। সুতরাং হারাম উপায়েরে রযিকি তালাশ না করা। কারণ সে যত যা করুক না কনে আল্লাহ্ তার জন্য যতটুকু রযিকি লখি রেখেছেন এর বেশি সে পাবে না।

সুতরাং আপনার বাসা থেকে বেরে হওয়া, ছলেদেরে সাথে সম্পর্ক রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি... এগুলো কছিই না। এগুলোও সব করলে আপনার বয়িরে রযিকি আসবে— তা নয়। "সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং রযিকি সন্ধানকে সুন্দর করুন"। আপনি ভবষিৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। শয়তান আপনার অন্তরে দুশ্চিন্তা নকিষেপে করছে; যাত করে আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নতিে পারে। বর্তমানে আল্লাহ্ আপনার কাছে কী চাচ্ছেন সটো নিয়ে মশগুল থাকুন এবং আল্লাহ্র নরিদশেরে ওপর অবচিল থাকুন। অচরিই আল্লাহ্ আপনার জন্য যবে রযিকি নরিধারণ করে রেখেছেন সটো আসবই আসবে; এর ব্যতিক্রম হবে না।

দুই:

জানাশুনার উদ্দেশ্যে বয়িরে কছিুদনি আগে থেকে পাত্রেরে সাথে পরচিতি হওয়া ও তার সাথে কথাবার্তা বলা:

বাস্তবতা হচ্ছ—বয়িরে আগে পরচিতি হওয়ার মধ্যে কোনে লাভ নই। এ পরচিতি সফল দাম্পত্য জীবনেরে কোনে গ্যারান্টি দিয়ে না। আরও বেশি জানতে 84102 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন। সে প্রশ্নোত্তরে রয়েছে যে, পূর্ব পরচিতি ও প্রমে-ভালবাসার কাহিনীর পর সংঘটিতি অধিকাংশ বিবাহ ব্যর্থ হয় এবং সগেলোর শেষে পরণিতি হয়— তালাক।

বরং এ পরচিতি একজন ময়িরে জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ ছলেটিে মিথ্যাবাদী প্রতারক হতে পারে। তখন সে ময়িরে থেকে তার মনেরে ইচ্ছা পূর্ণ করে নবি। ময়িরেটিে সবকছি হারাবে; কছিই পাবে না। প্রত্যকে ময়িরে এ কথাই বলে: 'আমি অন্যদেরে মত নই। আর যবে ছলেটিকে আমি ভালবাসি ও যার সাথে আমি ঘুরতে বেরে হই, সেও অন্য ছলেদেরে মত নয়'। এই প্রতারণা দিয়ে শয়তান তাকে প্রতারতি করে। এক পরযায়েরে সে শয়তানেরে জালে পড়ে সবকছি হারায়। পরশিষে, ময়িরেটির কাছে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যবে, তার অবস্থাও অন্য ময়িরেদেরে মত। আরও জানতে দেখুন: 84089 নং প্রশ্নোত্তর।



কোন ছলেকে জানাশুনার জন্য এইটুকু যথেষ্ট যথেষ্ট— তার দ্বীনদারি, তার আখলাক এবং যথেষ্ট পরবিারে সবে বড় হয়েছে ও থেকেছে সবে সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা। কোন কোন সমাজে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থান জানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ; যটোকে উপেক্ষা করা চলে না। এরপর কিছুদিন 'খতিবা' (প্রস্তাবনা)-র সময় অতবিহতি হবে। এরপর বয়িরে আকদ হবে। জনে রাখুন, স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত জানাশুনা তারা উভয়ে ঘর সংসার শুরু করে একই ছাদরে নীচে বাস করার আগে সম্ভবপর নয়। এর আগে প্রস্তাবনা-কালীন সময় কথিবা আকদ-কালীন সময়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকে ভাল দকিটা প্রকাশ করে; খারাপ দকিটা করে না। প্রত্যেকে পক্ষ বপিরিত পক্ষকে তুষ্ট করার জন্য ক্ত্রমিতা অবলম্বন করে। সংসার শুরু হওয়ার পর আসল রূপ প্রকাশ হয়। তখন মানুষ ক্ত্রমিতা বাদ দিয়ে তার স্বরূপ প্রকৃততি ফিরে আসে।

এ কারণে বয়িরে আগরে সময়টা যত দীর্ঘই হোক না কেনে এটি দাম্পত্য জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানার জন্য যথেষ্ট নয় এবং এ সময়ের চরিত্র আসল চরিত্র নয়।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনাকে সঠিক বুঝ দান করেন, আপনাকে তার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির পথ ধরার তাওফীক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।